বিক্রমখোল

সেদিন ছিল রবিবার। হাতে কোনো কাজকর্ম ছিল না। স্নান সারিয়া বারান্দায় রোদে পিঠ দিয়া বসিয়া খবরের কাগজের পাতা উল্টাইতেছিলাম, এমন সময় একটা সংবাদ চোখে পড়িল। বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের ঝার্সাগুড়া স্টেশনের নিকটবর্তী এক পাহাড়ের গুহায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের একটা শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়াছেন ওটার বয়স অন্তত চারি হাজার বৎসর। নিকটেই আর একটা গিরিগুহায় প্রাগৈতিহাসিক মানবের আঁকা ছবিও নাকি আছে।

অনেকদিন কোথাও যাই নাই। একঘেয়ে কলিকাতার কর্মক্লান্ত, বৈচিত্র্যহীন জীবন আর ভালো লাগিতেছিল না। কিন্তু যাই বা কোথায় ?মনে মনে ভাবিতেছিলাম, না হয় একদিন শনি-রবিবারে ট্রেনে চাপিয়া ডায়মন্ডহারবার লাইনে কোথাও বেড়াইয়া আসিব, তবুও প্রথম ফাল্গুনে নতুন ফুটন্ত ঘেঁটুফুলের দল দেখা যাইবে, ফুলে-ভরা শিমূল গাছও দু'দশটা চোখে পড়িবে। আমের বউলের গন্ধ পাওয়াও বিচিত্র নহে। তা ছাড়া space !—ক'ল্‌কাতায় যা একেবারেই নাই, যার অভাব মনকে সর্বদা পীড়া দেয়, সঙ্কুচিত করিয়া রাখে—ও লাইনে দুধারের দিগন্তপ্রসারী মাঠ ও ঝুঁকিয়া পড়া নীল আকাশে সে অভাবটা পূর্ণ হইবে।

হঠাৎ সেদিন খবরের কাগজ পড়িতে পড়িতে মনে হইল ডায়মন্ডহারবারে না গিয়া এখানেই কেন যাই না ?এদিকটা আমার একেবারেই অজানা, আর কখনো যাই নাই— সম্বলপুরের নাম শুনিয়াছি বটে—সেরকম তো টোকিও, মেক্সিকো ও হাওয়াই দ্বীপের নামও শুনিয়াছি, কিন্তু সম্বলপুর কোন্ দিকে, কেমন জায়গা, প্রাকৃতিক দৃশ্য কেমন—এসব দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে আমার কাছে বলিভিয়া ও সম্বলপুর একই পর্যায়ভুক্ত। তাছাড়া প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের আঁকা ছবি বা তাদের খোদিত শিলালিপি—নির্জন জঙ্গল ও পাহাড়শ্রেণীর মধ্যে চার হাজার বৎসর আগে ! বেদের মন্ত্র তখন মুখে মুখে রচিত হইতেছে, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী সমতল ভূভাগে আর্য সভ্যতা ধীরে ধীরে বিস্তার লাভ করিতেছে—এত সুপ্রাচীন অতীত দিনের সম্পর্কবিজড়িত স্থানে এই বসন্তের আরণ্য শোভার আবেষ্টনীর মধ্যে দু'একদিন কাটাইয়া আসা—কলিকাতার ট্যাক্সি ও ট্রামের শব্দমুখর রাজপথের ধারের বাসায় বসিয়া সেকথা ভাবিতেও মন কেমন মোহাবিষ্ট হইয়া পড়িল।

ঠিক করিলাম যাইতে হইবেই, তবে একা গিয়া সুখ নাই, দু'একজন বন্ধুবান্ধবকে বলে টানিতে হইবে। কয়েকজন বন্ধু যাইতে সম্মতও হইলেন। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া ৫ই মার্চ, শুক্রবার রাত্রের নাগপুর প্যাসেঞ্জারে আমরা হাওড়া স্টেশন হইতে রওনা হইলাম।

যাঁহারা পাহাড় ও জঙ্গল দেখিতে ভালোবাসেন এবং যাঁহারা ইতিপূর্বে বেঙ্গল নাগপুর রেলপথে বেশি দূর যান নাই, তাঁহাদের একবার এ পথে অন্তত বিলাসপুর পর্যন্ত যাইতে অনুরোধ করি। এরূপ অপূর্ব আরণ্যশোভা ঈ-আই-আর-এ দেখা যাইবে না—একথা জোর করিয়া বলিতে পারা যায়। আমি মধুপুর হইতে কিউল ও গোমো হইতে গয়ার কথা ভুলিতেছি না, সারা লুপ লাইনেও অন্তত বার পনেরো বেড়াইয়াছি, তবুও বলি নাগপুর রেলপথের গৈলকেরা হইতে (২৮৭ মাইল) বিলাসপুর পর্যন্ত দু'ধারের জনহীন ঘন অরণ্য ও ধূসর শৈলমালার দৃশ্য অতুলনীয়, বিশেষত এই প্রথম বসন্তে, যখন বনে বনে বিকশিত বন্যপুষ্পের অপূর্ব বর্ণবৈচিত্র্য, শাখায় শাখায় নব কিশলয়, আকাশ সুনীল, বাতাসে রৌদ্রতপ্ত ধরণীর দেহ-সৌরভ—যখন বড় বড় আঁকা-বাঁকা অর্ধশুষ্ক পাহাড়ি নদী গৈরিক বালুরাশির উপর যেন বন্য অজগরের মতো অলসভাবে পড়িয়া রোদ পোহায়, আর্দ্রতাহীন নৈশ আকাশে নক্ষত্ররাজি লক্ষ লক্ষ হীরকখণ্ডের মতো জ্বলিতে থাকে, দিনে সামান্য গরম কিন্তু রাত্রির বাতাসে আরামদায়ক শৈত্য—আমার মনে হয় পশ্চিম উড়িষ্যা ও মধ্যপ্রদেশের ঐ সব অঞ্চল ভ্রমণ করিবার পক্ষে ফাল্গুন চৈত্র মাসই প্রশস্ত সময়।

বেলপাহাড় স্টেশনে (৩৮৭ মাইল) আমরা পৌঁছিলাম পরদিন বেলা দুইটার সময়। রাত্রে স্টেশনের নিকটবর্তী সোমড়া গ্রামের ডাকবাংলায় বিশ্রাম করিয়া পরদিন সকালে আমরা বিক্রমখোল রওনা হইলাম। পথে গ্রিণ্ডোলা নামে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম পড়ে, সেখান হইতে আমরা দু'তিনজন স্থানীয় লোককে পথ দেখাইবার জন্য সঙ্গে পাইলাম। বিক্রমখোল পৌঁছিতে বেলা প্রায় একটা বাজিয়া গেল। এস্থানের কাছাকাছি কোথাও লোকালয়

নাই—গভীর অরণ্যের মধ্যে যে পাহাড়ের গুহায় শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে গুহাটির নামই বিক্রমখোল। স্থানটির দৃশ্য সত্যই অপূর্ব—তবে যে পূর্বে খবরের কাগজে বিবরণ পড়িয়া ভাবিয়াছিলাম বিক্রমখোলের চারিপাশের বনে দলে দলে বন্যহরিণ, সম্বর ও বন্যমহিষ বিচরণ করিতে দেখিব বা দিনে-দুপুরে বাঘকে বনের পথে ওৎ পাতিয়া থাকিতে দেখা যাইবে ইত্যাদি।—গন্তব্যস্থলে পৌঁছিয়া সে সব কিছু না দেখিতে পাইয়া বোধ হয় বা নিরাশ হইয়া থাকিব।

দৈর্ঘ্যে ২ ফিট ও প্রস্থে প্রায় ৩৬ ফিট পরিমিত স্থান জুড়িয়া এই লিপিটি কঠিন প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ। এই লেখে যে অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে, বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতদের মতে তাহার বয়স ৪০০০ বৎসর। প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত জয়সোওয়াল বলেন ইহা মোহেঞ্জোদাড়োতে প্রাপ্ত অক্ষর ও অশোকানুশাসনের ব্রাহ্মী অক্ষরের মাঝামাঝি সময়ের—যদিও এ বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ বর্তমান। যাহা হউক সে সকল বিচার করিবেন বিশেষজ্ঞ প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণ—লেখের প্রকৃতি সম্বন্ধে অনধিকার চর্চা করা আমাদের অভিপ্রেত নয়। আমাদের সঙ্গী শ্রীযুক্ত পরিমলগোস্বামী বিক্রমখোল-লিপি ও চতুষ্পার্শ্ববর্তী অরণ্যের যে কয়খানি ফটো তুলিয়াছিলেন, তাহা এখানে মুদ্রিত হইল। স্থানটির অবস্থান ফটো তুলিবার অনুকূল নহে বলিয়া ফটোগুলি আশানুরূপ হয় নাই।

বিক্রমখোল শিলালেখের বয়স ও প্রকৃতি যাহাই কেন হউক না, আমার বক্তব্য এই যে, —সম্মুখে ইষ্টারের ছুটি আসিতেছে—যাঁহারা বিদেশে বেড়াইতে যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা গতানুগতিক পন্থার পথিক না হইয়া যদি পশ্চিম উড়িষ্যার এই নির্জন বনপ্রদেশে একবার বেড়াইয়া আসেন—তবে তাঁহাদের অর্থব্যয় ও শ্রমস্বীকার বৃথা হইবে না, একথা বলিতে মনে কোথাও বাধে না।

কিন্তু যাঁহাদের হাতে প্রচুর অবসর আছে, অথচ যাঁহারা প্রকৃতিকে ভালোবাসেন, তাঁহাদিগকে যাইতে বলি ইষ্টারের ছুটির পূর্বে যে শুক্লপক্ষ শেষ হইয়া যাইবে—সেই সময়ের মধ্যে কোনো এক দিনে। ফিরিবার পথে তাঁহারা যেন গ্রিণ্ডোলা হইতে ছই-বিহীন গরুর গাড়ি ভাড়া করিয়া সন্ধার পর রওনা হন এই আমার বিনীত প্রার্থনা। আমরাও সেখানে গিয়াছিলাম শুক্লা নবমীতে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে মনে হয়, তাঁহারা এমন কিছু লইয়া ফিরিবেন, যাহার স্মৃতি এই কর্মব্যস্ত জনাকীর্ণ সহরের এই কোলাহলের মধ্যে বহুদিন পর্যন্ত তাঁহাদের অবসর- বিনোদন করিবে—এমন কিছু আনন্দ, যাহা আধ্যাত্মিক প্রকৃতিবিশিষ্ট—যাহার অনুভূতি দশ বৎসর কলিকাতায় বাস করিল্যে মিলিত কিনা সন্দেহ—মুক্তরূপা প্রকৃতির ধ্যানমূর্তি বুঝি শুধু ঐ রকম নির্জনে জ্যোৎস্নারাত্রেই মনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়—অন্য সময়ে অন্য অবস্থায় নহে।

['বঙ্গশ্রী' পত্রিকার বৈশাখ ১৩৪০ সংখ্যায় প্রকাশিত। সচিত্র রচনার চিত্রগুলি পরিত্যক্ত হয়েছে। —নি.স.]